নতুন বছর মানেই শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন শ্রেণীর নতুন বই পড়ার আনন্দ লাভের সুযোগ। শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে বলেই বছরের প্রথম দিনই বই উৎসবের মাধ্যমে সারাদেশের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। করোনাভাইরাসের মহামারীর ভেতর এবার তা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে কিছুটা সংশয় ছিল। প্রায় নয় মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দে আনন্দ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সরকার অবশ্যই সাধুবাদ পাবে। তবে করোনাভাইরাস মহামারীর একসঙ্গে পাঠ্যপুস্তক উৎসব না করে ভাগে ভাগে ৪ কোটি ১৬ লাখ ৫৫ হাজার ২২৬ জন শিক্ষ ৬২ হাজার ৪১২টি বই তুলে দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের বইগুলো শুক্র ও শনিবার এবং মা জানুয়ারি পর্যন্ত বিতরণ করতে সরকারের তরফ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দেয়া হ সরকার ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিন উৎসব করে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে সর্বমোট ৪০১ কোটি ২৪ লাখ ৩৯ হাজার ৯৭৮টি বই বিতরণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বই বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। তার দিকনির্দেশনামূল উপকৃত হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টানা বন্ধের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি জানি এই করোনাভাইর বন্ধ থাকায় সবচেয়ে কষ্ট পাচ্ছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। তার কারণ, স্কুল ছাড়া সারাক্ষণ ঘরে বসে সত্যিই খুব দুঃখের। তারপরও ডিজিটাল বাংলাদেশে এখন শিক্ষার্থীরা যে ঘরে বসে অনলাইনে কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এর ফলে অন্তত ছেলেমেয়েরা একেবারে শিক্ষা থেকে দূরে যাচ্ছে ন পাচ্ছে। আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এ এবং এটা চলমান থাকবে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শুধু পাঠ্যবই না, এমন অনে জন্য আমি অনুরোধ করব। আর শিক্ষার্থীরা যাতে খেলাধুলা করতে পারে, নিয়মিত কিছুটা রো অভিভাবকদের সেই পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বাইরে গেলে সবাইকে মাস্ক পর বললেন।

আমরা মনে করি, করোনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতদিনই বন্ধ থাকুক শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জ শিক্ষার্থীই যে ডিজিটাল সুবিধা গ্রহণের সার্মথ্য রয়েছে এমন নয়। তাই সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষার্জ দায়িত্ব পালন যেমন জরুরী, তেমনি স্থানীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনেরও দায়িত্ব রয়েছে। যে, একটি জাতির মনন গঠনে শিক্ষারই প্রধান ভূমিকা থাকে। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ম পিছিয়ে পড়বে।